নবীগণের যুগে মিলাদুন্নবী

১। আদম (আঃ)-এর যুগে মিলাদ

প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যুগে আমাদের প্রিয়নবী ও আল্লাহর প্রিয় হাবীবের আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। হযরত আদম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্র ও প্রতিনিধি হযরত শীস

www.sunnibarta.com

(আঃ) কে নূরে মোহাম্মদীর তাজীম করার জন্য নিম্নোক্ত অসিয়ত করে গেছেনঃ

اَقْبَلَ اٰدَمُ عَلٰى اِبْنِهٖ شِيْثَ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ اَنْتَ خَلِيْفَتِىْ مِنْ بَعْدِىْ فَخُذْهَا بِعِمَارَةِ التَّقْوٰى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللّٰهَ فَاذْكُرْ اِلٰى جَنْبِهٖ اِسْمَ مُحَمَّدٍ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ اِسْمَهٗ مَكْتُوْبًا عَلٰى سَاقِ الْعَرْشِ وَاَنَا بَيْنَ الرُّوْحِ وَالطِّيْنِ ثُمَّ اِنِّىْ طُفْتُ السَّمٰوٰتِ فَلَمْ اَرٰى فِى السَّمٰوٰتِ مَوْضِعًا اِلَّا رَاَيْتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِ وَاِنَّ رَبِّىْ اَسْكَنَنِىَ الْجَنَّةَ فَلَمْ اَرٰى فِى الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً اِلَّا وَجَدْتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِ وَلَقَدْ رَاَيْتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبًا عَلٰى نُحُوْرِ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَعَلٰى وَرَقِ قَصَبِ لِجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلٰى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوْبٰى وَعَلٰى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَعَلٰى اَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ اَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ فَاَكْثِرْ ذِكْرَهٗ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قَبْلُ تَذْكُرُهٗ فِىْ كُلِّ سَاعَاتِهَا (زُرْقَانِىْ عَلَى الْمَوَاهِبِ)

অর্থ ঃ "আদম (আঃ) আপন পুত্র হযরত শীস (আঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস! আমার পরে তুমি আমার খলিফা। সুতরাং এই খেলাফতকে তাকওয়ার তাজ ও দৃঢ় একিনের দ্বারা মজবুত করে ধরে রেখো। আর যখনই আল্লাহর নাম জিকির (উল্লেখ) করবে, তাঁর সাথেই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামও উল্লেখ করবে। তাঁর কারণ এইঃ আমি রূহ ও মাটির মধ্যবর্তী থাকা অবস্থায়ই তাঁর পবিত্র নাম আরশের পায়ায় (আল্লাহর নামের সাথে) লিখিত দেখেছি। এরপর আমি সমস্ত আকাশ

www.sunnibarta.com

ভ্রমণ করেছি। আকাশের এমন কোন স্থান ছিলনা যেখানে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম অঙ্কিত পাইনি। আমার রব আমাকে বেহেস্তে বসবাস করতে দিলেন। বেহেস্তের এমন কোন প্রাসাদ ও কামরা পাইনি যেখানে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম লেখা ছিলনা। আমি মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম আরও লিখিত দেখেছি সমস্ত হুরদের স্কন্ধ দেশে, বেহেস্তের সমস্ত বৃক্ষের পাতায়, বিশেষ করে তুবা বৃক্ষের পাতায় পাতায় ও ছিদরাতুল মোন্তাহা বৃক্ষের পাতায় পাতায়, পর্দার কিনারায় এবং ফেরেস্তাগণের চোখের মনিতে ঐ নাম অঙ্কিত দেখেছি। সুতরাং হে শীস! তুমি এই নাম বেশী বেশী করে জপতে থাক। কেননা, ফেরেস্তাগণ পূর্ব হতেই এই নাম জপনে মশগুল রয়েছেন"। (জুরকানী শরীফ)। উল্লেখ্য যে, সর্বপ্রথম দুনিয়াতে ইহাই ছিল জিকরে মিলাদুন্নবী (দঃ)।

২। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মিলাদ পাঠ ও কেয়াম

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) যখন আল্লাহর ঘর তৈরী করছিলেন, তখন ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত ঘরের নির্মাণ কাজ কবুল করার জন্য এবং নিজের ভবিষ্যৎ সন্তানাদিদের মুসলিম হয়ে থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা কেয়াম করে নবী করিম (দঃ)-এর আর্বিভাব আরবে ও হযরত ইসমাইলের বংশে হওয়ার জন্য এভাবে দোয়া করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۔

অর্থাৎ "হে আমাদের রব! তুমি এই আরব ভূমিতে আমার ইসমাইলের বংশের মধ্যে তাদের মধ্য হতেই সেই মহান রাসুলকে প্রেরণ করো - যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কোরআন সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদেরকে পবিত্র করবেন"। সুরা বাকারা ১২৯ আয়াত।

এখানেও দেখা যায়- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাসুলুল্লাহর আবির্ভাবের চার হাজার বৎসর পূর্বেই মুনাজাত আকারে তাঁর আবির্ভাব, তাঁর সারা জিন্দেগীর কর্ম চাঞ্চল্য ও মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষমতা বর্ণনা করে হুজুর (দঃ)-এর মিলাদের সারাংশ পাঠ করেছেন এবং এই মুনাজাত বা মিলাদ দন্ডায়মান অবস্থায়ই করেছেন— যা পূর্বের দুটি আয়াতের মর্মে বুঝা যায়। ইবনে কাছির তাঁর বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন دَعَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ অর্থাৎ উক্ত দোয়া করার সময় ইব্রাহীম (আঃ) দন্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন।

www.sunnibarta.com

নবী করিম (দঃ) বলেন ঃ اَنَا دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ "আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফসল"। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকট থেকে চেয়ে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) কে আরবে ইসমাইল (আঃ)-এর বংশে নিয়ে এসেছেন। এটা উপলব্ধির বিষয়। আশেক ছাড়া এ মর্ম অন্য কেউ বুঝবেনা। বর্তমানে মিলাদ শরীফে রাসুলে পাকের আবির্ভাবের যে বর্ণনা দেয়া হয়- তা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার তুলনায় সামান্যতম অংশ মাত্র। সুতরাং আমাদের মিলাদ শরীফ পাঠ ও কেয়াম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামেরই সুন্নাত। (দেখুন বেদায়া ও নেহায়া ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা)

৩। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মিলাদ পাঠ ও কেয়াম

নবী করিম (দঃ)-এর ৫৭০ বৎসর পূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব। তিনি তাঁর উম্মত-হাওয়ারী (বনী ইসরাইল) কে নিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর মিলাদ শরীফ পাঠ করেছেন। উম্মতের কাছে তিনি আখেরী জামানার পয়গম্বর (দঃ) এর নাম ও সানা সিফাত এবং তাঁর আগমন বার্তা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اِسْمُهٗ اَحْمَدُ .

অর্থাৎঃ "হে আমার প্রিয় রাসুল! আপনি স্মরণ করে দেখুন ঐ সময়ের কথা- যখন মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাইলঃ আমি তোমাদের কাছে নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং এমন এক মহান রাসুলের সুসংবাদ দিচ্ছি— যিনি আমার পরেই আগমন করবেন এবং তাঁর নাম হবে আহমদ (দঃ)" সুরা আছ ছফ -৬ আয়াত।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভাষণ সাধারণতঃ দন্ডায়মান অবস্থায় হতো। আর এটাই ভাষণের সাধারণ রীতিও বটে। ইবনে কাছির বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

وَخَاطَبَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اُمَّتَهُ الْحَوَارِيِّيْنَ قَائِمًا .

অর্থাৎঃ "ঈসা (আঃ) দন্ডায়মান (কেয়াম) অবস্থায় তাঁর উম্মৎ হাওয়ারীদেরকে নবীজীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন"। সুতরাং মিলাদ ও কিয়াম হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুন্নাত এবং তা নবীযুগের ৫৭০ বৎসর পূর্ব হতেই। (বেদায়া ও নেহায়া)

www.sunnibarta.com

৪। নবী করিম (দঃ) নিজের মিলাদ নিজেই পাঠ করেছেন

একদিন নবী করিম (দঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

مَنْ اَنَا قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ .

অর্থাৎ ঃ "তোমরা বল- আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আপনি আল্লাহর রাসুল। হুজুর (দঃ) বললেনঃ আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আব্দুল মোত্তালিবের নাতী, হাশেমের প্রপৌত্র এবং আবদ মনাফের পুত্রের প্রপৌত্র"। এই হাদীসের গুরুত্ব মতেই ইমামগণ চার কুরছিকে ফরজ বলেছেন।

হুজুর আকরাম (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ

وَمِنْ كَرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ اَنِّىْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَ اَحَدٌ سَوْأَتِىْ (طَبْرَانِىْ-زُرْقَانِىْ)

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আমার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, আমি খতনা অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেউই দেখেনি"। (তাবরানী, জুরকানী) অন্যান্য রেওয়ায়াতে পাক পবিত্র, নাভি কর্তনকৃত, সুরমা পরিহিত, বেহেস্তি লেবাস পরিহিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হওয়ার বর্ণনা এসেছে। (মাদারেজুন্নবুয়ত)।

এছাড়াও জঙ্গে হোনায়নের যুদ্ধে যখন হাওয়াজিনের তীর নিক্ষেপে মুসলিম সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ পয়ে পড়েছিলেন, তখনও নবী করিম (দঃ) একা যুদ্ধ ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ

اَنَا النَّبِىُّ لَا كَاذِبْ + اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ .

অর্থাৎ "আমি আল্লাহর নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আব্দুল মোত্তালিবের বংশধর"।

উপরোক্ত প্রথম ঘটনাটি দাঁড়িয়ে বলা এবং বর্ণনা করার নামই মিলাদ ও কেয়াম। সুতরাং মিলাদুন্নবী ও কেয়াম স্বয়ং রাসুলে পাকেরই সুন্নাত। দ্বিতীয় বর্ণনায় ولدت শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হলো আমি জন্মগ্রহণ করেছি— ভূমিষ্ট হয়েছি— আবির্ভূত হয়েছি। সব বর্ণনায়ই নবী করিম (দঃ) কেয়াম অবস্থায় ছিলেন। তিনি নিজেই কেয়াম করেছেন। সুতরাং বেলাদতের বর্ণনাকালে কেয়াম করা নবীজীরই সুন্নাত।

www.sunnibarta.com

৫। সাহাবা যুগে মিলাদুন্নবী মাহফিলের প্রমাণ

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ ঃ

১। হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস ঃ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِىِّ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ لِاَبْنَاءِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُوْلُ هٰذَالْيَوْمُ . فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ عَلَيْكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَتُهُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ (اَلدُّرُّ الْمُنَظَّمُ)

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন ঃ আমি নবী করিম (দঃ)-এর সাথে মদিনার আবু আমের আনসারীর গৃহে গমন করে দেখি- তিনি তাঁর সন্তানাদি এবং আত্মীয়-স্বজনকে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলছেন- আজই সেই দিন। এতদ্দর্শনে নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করলেনঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহর ফেরেস্তাগণও তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন (দোররে মুনাজ্জাম- আব্দুল হক এলাহাবাদী)

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا-كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ بَيْتِهِ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ بِقَوْمٍ-فَيُبَشِّرُوْنَ وَيَحْمَدُوْنَ اِذْجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ (اَلتَّنْوِيْرُ فِىْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِالنَّذِيْرِ-لِابْنِ دِحْيَةَ)

অর্থাৎ "একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) কিছু লোক নিয়ে নিজগৃহে রাসুল করিম (দঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী

www.sunnibarta.com

আলোচনাসহ দুরূদ ও সালাম পেশ করছিলেন। এমন সময় নবী করিম (দঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে এ অবস্থা দেখে বললেনঃ তোমাদের সকলের জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে গেল" (ইবনে দাহইয়ার আত-তানভীর ৬০৪ হিজরী)। সুতরা প্রমাণিত হলো যে, নবী পাকের মিলাদ শরীফ পাঠে রাসুলে পাকের শাফায়াত নসীব হবে।

৩। হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে কবিতার মাধ্যমে মিলাদুন্নবী (দঃ) পাঠ করেছেন। দীর্ঘ কবিতার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

اِنَّكَ وُلِدْتَ مُبَرَّاً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ . كَاَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

وَضَمَّ الْاِلٰهُ اِسْمَ النَّبِىِّ بِاِسْمِهِ . اِذَا قَالَ فِى الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ

وَشَقَّ لَهٗ مِنْ اِسْمِهِ لِيُجِلَّهٗ . فَذُوالْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَّهٰذَا مُحَمَّدٌ

অর্থাৎ "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি সর্ব দোষক্রটি হতে মুক্ত হয়েই জন্ম গ্রহণ করেছেন। আপনার এই বর্তমান সুরত মনে হয় আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর নাম আযানে নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এর প্রমাণ ঃ যখন মুয়াজ্জিন পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ" বলে আজান দেয়। আল্লাহ তায়ালা আপন নামের অংশ দিয়ে নবীজীর নাম রেখেছেন- তাঁকে অধিক মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে। এর প্রমাণ হচ্ছে- আরশের অধিপতির নাম হলো "মাহমুদ" এবং ইনির নাম হলো "মুহাম্মদ"। (দিওয়ানে হাসসান)।

(বিঃ দ্রঃ) আরবীতে মাহমুদ লিখতে পাঁচ হরফ, যথা ঃ م-ح-م-و-د এবং মুহাম্মদ লিখতে চার হরফ, যথা ঃ م-ح-م-د ব্যবহৃত হয়। ব্যবধান মাত্র এক হরফের। বিষয়টি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। মাত্র 'ওয়াও' হরফের ব্যবধান।

উক্ত মিলাদী কসিদায় হযরত হাসসানের কয়েকটি আকিদা প্রমাণিত হয়েছে। যথাঃ

১। নবী করিম (দঃ)-এর উপস্থিতিতে এই প্রশংসাসূচক কসিদা পাঠ।

২। মিম্বারে দাঁড়ানো (কিয়াম) অবস্থায় হুজুরের জন্ম বৃত্তান্ত ও গুণাবলী বর্ণনা করা।

৩। নবী করিম (দঃ) সর্বক্রটি হতে মুক্ত।

৪। হুজুর (দঃ)-এর বর্তমান সুরত নবীজীর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি।

৫। আজানের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে আল্লাহর নামের পাশে নবীজীর নাম আল্লাহ কর্তৃক সংযোজন।

৬। নবীজীর মুহাম্মাদ নামের উৎস হচ্ছে আল্লাহর সিফাতী নাম- মাহমুদ।

www.sunnibarta.com

হযরত হাসসান (রাঃ)-এর এই মিলাদ পাঠ শুনে নবী করিম (দঃ) বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে জিবরাইল মারফত সাহায্য করো"। তাফসীরে খাজাইনুল ইরফানে উল্লেখ আছেঃ যারা নবী করিম (দঃ)-এর প্রশংসাগীতি করে, তাদের পিছনে জিবরাইল (আঃ)-এর গায়েবী মদদ থাকে (সুরা মুজাদালাহ)। মিলাদ ও কিয়ামের জন্য এটি একটি শক্ত ও উৎকৃষ্ট দলীল।

৬। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মিলাদুন্নবী (দঃ)

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহঃ) নিজ সনদে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক মিলাদ পাঠের ও অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরোপের কথা নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেনঃ

قَالَ اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِىْ فِى الْجَنَّةِ . وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَى الْاِسْلَامَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ وَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِّقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ لَايَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ . (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى عَلَى الْعَالَمِ صفحة ٧-٨)

অর্থাৎ -হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফ পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ খরচ করবে, সে আমার বেহেস্তের সাথী হবে"। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো, সে দ্বীন ইসলামকেই জীবিত করলো"। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি

www.sunnibarta.com

মিলাদুন্নবী পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে, সে যেন বদর ও হোনায়েনের মত কঠিন জেহাদে শরীক হলো"। হযরত আলী (রাঃ ও কঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ) কে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে- সে দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে বিদায় হবে এবং বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে"। (আন নে'মাতুল কোবরা পৃষ্ঠা ৭-৮)।

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ)-এর নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। তাঁর উক্ত কিতাবের উপর বহু শরাহ লেখা হয়েছে। তন্মধ্যে আল্লামা দাউদী ও আল্লামা সাইয়েদ আহমদ আবেদীন দামেস্কী অন্যতম। তাঁর রেওয়ায়াতকৃত উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মিলাদুন্নবী চালু ছিল এবং তারাও এর জন্য অন্যকে তাকিদ করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী উক্ত গ্রন্থে মিলাদুন্নবী পালনের ফজিলত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রহঃ), হযরত মারুফ কারাখী (রহঃ), হযরত ছিররি ছাকাতী (রহঃ), হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহঃ) এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) প্রমুখ ইমাম ও সলফে সালেহীনের রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ উক্ত কিতাব ৭-১১ পৃষ্ঠা দেখে নিতে পারেন।